দৈনিক খবর

তারিখ 25 AUG 1989 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

# প্রাথামক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বহির্ভূত বই পড়ানো হচ্ছে

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম বহির্ভূত বই পড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষার ফিস ও ক্লাস পরীক্ষার ফিস।

প্রতি বছর শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্ত বইয়ের প্রয়োজন তা দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ায়।

কিন্তু গত বেশ কয়েকটি শিক্ষাবর্ষে এই নিয়মের ব্যাপক হেরফের করা ও বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট

৭-এর পাতায় দেখুন

## প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বুক বোর্ডের অনুমোদন বহির্ভূত এসব বইয়ের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এসব বই কিনতে ও পড়তে বাধ্য করানো হচ্ছে।

অভিযোগে জানা গেছে, এসব বই দেশের বিভিন্ন পরিবেশক ও লাইব্রেরীর মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। উপরন্তু স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তারা তাদেরকে সহযোগিতা করে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম শ্রেণীর অংকের বই এমনভবে লেখা এর জন্য আলাদা করে কোন ধারাপাতের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ব্যাকরণ, রচনাসহ অনুশীলনী অন্তর্ভুক্ত করা আছে। সুতরাং এসব শ্রেণীতে পৃথক কোন বাংলা অথবা ইংরেজী ব্যাকরণ কিংবা রচনা বইয়ের দরকার নেই। অন্যান্য বিষয়েও একই অবস্থা। কিন্তু তার পরও পাঠ্য বহির্ভূত বই পড়ানো হচ্ছে। এসব বইয়ের মধ্যে ধারাপাত, অংকন, ভূগোল অন্যতম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় কোন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন পরীক্ষার আগেও দিতে হয় না পরীক্ষার আগেও দিতে হয় না কোন ধরনের ফিস। কিন্তু গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এসব খাতে অবৈধভাবে টাকা আদায়করছে।

তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা সম্পর্কেও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিনামূল্যে বিতরণ করার সরকারী নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়গুলোর অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা বছর পেরুবার আগে বই ছিড়ে ফেলে। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর বছরে ২/৩ সেট বইয়ের প্রয়োজন হয়। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাছে বই বিক্রি করে। দাম নেয়া হয় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী।